১২৪.# যখন ঘুম ভাঙ্গে#(ছোট গল্প(

দিপেন বাবু জুনিয়র শিক্ষক।দু'বছর পরেই চাকুরী থেকে অবসর নিতে হবে,তাই তো দুর্চিন্তায় দিপেন বাবুর চোখে ঘুম নেই।বেসরকারী স্কুলের চাকুরী।অবসরে গেলেও যে অবসর ভাতা পাবেন না।আজ - বার বার দিপেন মন্ডল ভাবছে,"তার চাকুরীর জীবনের বেতনকে 'ভাতা' বলতো বলেই মনে হয় বে- সরকারী চাকুরী শেষে'অবসর ভাতা' পাওয়ার নিয়ম নেই।ভাবতে ভাবতে দিপেন বাবু তন্দ্রাচ্ছন্ন " হয়ে পড়েন।স্ত্রী শৈলজার ডাকে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠেন।এ লাফিয়ে উঠার অভ্যাসটা দিপেন বাবুর য় মেয়ে সমাপ্তির বিয়ের রাতে পনের টাকা নিয়ে বরযাত্রী৩বেশ দিনের।দের ঝগড়ার ঘটনা পর থেকেই এ উপসর্গটি দেখা দেয়।গ্রামের হোমিও ডাঃ মদনবাবুর ঔষধ খেয়ে কিছুটা উপসম হলেও মাঝে মধ্যে রোগটি মাথাঝাড়া দিয়ে উঠে।সুমা,রুমা পর আবার মেয়ে হওয়ায় সবাই ৩য় মেয়ের নাম রেখেছিলেন সমাপ্তি।কিন্তু সমাপ্তি জন্মের পাঁচ বছর পর দিপেন বাবুর স্ত্রীর গর্ভে ঘর আলো করে জন্ম নিল এক পুত্র সন্তান।মাস্টার বাবু শখ করে একমাত্র পুত্র সন্তানের নাম রেখেছিলেন'দুলাল মন্ডল'।আজ জীবনের শেষ বেলায় এসে বেসরকারী স্কুল মাষ্টারের ছেলের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে - যাবে,এ কথাটি ভাবতেই দিপেন বাবুর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

কমলকান্ত রায় তালুকদার
সিনিয়র শিক্ষক
এল,পি,উচ্চ বিদ্যালয়।
ছাতক,সুনামগঞ্জ।